দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 6

14 ১৪

শিক্ষাঙ্গনে

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ আমাদের বাংলাদেশ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাসমূহ যদি আমরা চিহ্নিত করি এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যাবে নিরক্ষরতাই সবকিছুর মূল। নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনেক ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত হারে ফলাফল আসছে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে আজ ব্যক্তিগত দায়বোধ নিয়ে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, একজন ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সরকারকে কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ভার বহন করতে হয়। বলা বাহুল্য এসবই জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ। জনগণের অর্থে শিক্ষিত হয়ে অনেকেই ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে ছোটেন। ভুলেও তাদের মনে হয় না, দেশের জনগণের ঋণ শোধ করা প্রয়োজন।

জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে সেটাও কেউ ভেবে দেখেন না। জাতির নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখা হচ্ছে এই ঋণ শোধের সবচাইতে বড় উপায়। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার যদি ২২% হয় তবে মাত্র অল্প কিছুদিনের ভেতর স্বাক্ষরতার হার দ্বিগুণ করা সম্ভব। যদি আমরা শিক্ষিতেরা প্রত্যেকে মাত্র একজনকে অক্ষরজ্ঞান দান করি। আর এই কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে ছাত্র-ছাত্রীকেই।

—মোঃ হেমায়েত হোসেন